JUL 16 2002

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাজেট অধিবেশনের সমাপনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী

আসুন একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করি

সংসদ বার্তা পরিবেশক ঃ প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে দেশের উন্নয়নে কাজ করার জন্য দলমতনির্বিশেষে সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গতকাল জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনের সমাপনী ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি এ আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী তার দীর্ঘ ভাষণে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে তার সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের কথা উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সোমবার সংসদে সমাপনী ভাষণে বলেছেন, প্রধান বিরোধীদল আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে সংসদ সদস্যের গ্রেফতারের ইস্যু নিয়ে আমাদের সঙ্গে বার্গেনিং করতে আসবে না। আমরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, বিচারকাজে কোন হস্তক্ষেপ করতে পারি না। আশা করি বিরোধীদল সংসদের আগামী অধিবেশনে যোগ দেবে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের এক সংসদ সদস্য আদালতে হাজির হয়ে জামিন পাননি। সেখানে সরকারের কোন হস্তক্ষেপ ছিল না।

গতকাল রাতে সাড়ে ৯টায় সংসদ নেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার ভাষণ শুরু করেন। দিসি প্রায় ৫০ মিনিট বক্তব্য দেন। এ সময় প্রধান বিরোধীদল অনুপস্থিত থাকলেও এরশাদের জাতীয় পার্টির কয়েকজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া (ফাইল ছবি)

তিনি বলেন, আমরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অবস্থায় একটা কঠিন সময় অতিবাহিত করছি। এ সময় অর্থমন্ত্রী একটি সাহসী বাজেট দিয়ে দুঃসাধ্য সাধন করেছেন। আমরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক সঙ্গে কাজ করার জন্য সকলের সহযোগিতা চাই।

ইতোমধ্যে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে— একথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, গত সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দিয়েছে। তারা পুলিশ-প্রশাসনকে এমনভাবে দলীয়করণ করেছিল ক্ষমতায় আসার পর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন সম্ভব ছিল না। তবুও এজন্য কাজ করেছি কিন্তু যেকোন কারণে হোক অনেকের সহযোগিতা পাইনি। তিনি দ্রব্যমূল্য

ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধে সহযোগিতা চাই

স্থিতিশীল ও ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি ছাত্র রাজনীতি বন্ধের প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, ছাত্র ও শিক্ষকদের রাজনীতি বন্ধ করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য সকলের সহযোগিতা চাইবো। বিরোধীদলের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রয়োজনে সংসদের বাইরেও আলোচনায় বসতে পারি।

তিনি আদমজী জুট মিল বন্ধ করার বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, সরকার আদমজী পাটকল বন্ধ করে দেশের অর্থনীতির রক্তক্ষরণ বন্ধ করেছে। বছর বছর লোকসান দিয়ে আদমজী দেশের জন্য সমস্যা হয়ে গিয়েছিল। কিছু স্বার্থান্বেষি গোষ্ঠী আদমজী লুটপাট করেছে। আদমজী বন্ধ করে সরকার সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে। তিনি বলেন, শুধু আদমজী নয় এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে বছর বছর লোকসান দিচ্ছে, এ লোকসান কমাতে পারলে পদ্মা সেতুসহ অনেক উন্নয়ন করা যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রী বিরোধীদলের উদ্দেশে বলেন, আপনারা বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করে দেশকে পেছনের দিকে ঠেলে দেবেন না। আমরা আর পেছনে ফিরে তাকাতে চাই না, সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই।

তিনি দেশের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে বলেন, বিসিএস পরীক্ষা রেগুলার করা হবে। প্রধানমন্ত্রী রাত ১০টা ২০ মিনিটে তার ভাষণ শেষ করেন। পরে স্পিকার তার বক্তব্য দিয়ে সাড়ে ১০টায় অধিবেশনের সমাপ্তি টানেন।

সবশেষে তিনি বিরোধীদলের প্রতি সরকারের মন্দ কাজের সমালোচনা ও ভাল কাজের প্রতি সমর্থন আশা করে বলেন, কেবল বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা নয়। আসুন আমরা সবাই মিলে দেশকে স্বনির্ভর করে গড়ে তুলি।